[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল তা গ্রহন করেন।

্এসময় সাতটি অক্সিজেনসহ সিলিন্ডার ও দুই ইউনিট হাই ø কনসেন্টেটর গ্রহন করেন। করোনা রোগীদের চিকিৎসা সহায়ক উপকরনগুলি মেহেরপুর জেলা পরিষদে সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী মেহেরপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরী মুহুর্তে প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটর মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আল হাজ্জ গোলাম রসুল বলেন, করোনা প্রতিরোধে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৪ লাখ মাস্ক, ১০ হাজার হ্যান্ড সেনিটাইজার, ১০ হাজার সাবান বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে আত্ন মানবতার সেবাই বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করোনা রোগীদের জন্য অত্যান্ত প্রয়োজনীয় অক্ ্িরজেন সিলিন্ডার প্রদানে মেহেরপুর বাসী উপকৃত হবে। কিনি আরো বলেন, এসময় দেশের সকল সংগঠনকে মানব সেবাই এগিয়ে আসা জরুরী।

মেহেরপুরে নতুন আরও ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৯ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৪ জন। বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৫টি। তারমধ্যে ৬৮ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭১৯ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৫৬ জন, গাংনীতে ৩৫৮ জন এবং মুজিবনগরে ১০৫ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৬৭ জন (বুধবার সকাল ৮ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ২ জন)।

মৃতদের মধ্যে সদরে ২৩ জন, গাংনী ২৭ জন ও মুজিবনগরে ১৭ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

গাংনীর করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জুম মিটিং করেছেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করোনা ভাইরাসের পাদুর্ভাব,প্রতিরোধ,প্রতিকারসহ সার্বিক পরিস্থিতি খোঁজ নিতে জুম মিটিং করেছেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

আজ (৭ জুলাই) বুধবার বেলার ১১ টার সময় তিনি জুমে সংযুক্ত হন। তার আগেই জুম এ্যাপসের মাধ্যমে সংযুক্ত হবার জন্য আইডি নাম্বার ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করেন বিশিষ্টজনদের কাছে।

গাংনী উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন। মিটিং এ এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন গাংনীর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি সকল মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং মাস্ক ব্যাবহারের অনুরোধ জানান।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

করোনা ওয়ার্ড কাগজে কলমে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ বেডের করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ড কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে নেই। করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা মুমূর্ষ রোগীদের অন্য হাসপাতালে রেফার করে দ্বায় সারছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফলে মারা যাচ্ছেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্ত্বরেই। ইতোমধ্যে এক কৃষকের মৃত্যু নিয়ে নানা সমালোচনার মুখে পড়েছেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, গেল বছর করোনার সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনে আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়। কিন্তু ওই ভবনটির সংস্কারের জন্য সাময়িক বন্ধ রাখার পর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের একটি ভবনে আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়। করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ডের যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন ও অন্যান্য সামগ্রী পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়।

এদিকে পর্যাপ্ত অনুসঙ্গ থাকার পরেও কেন রোগী ভর্তি করা হচ্ছে না। নানা অজুহাতে রোগিদেরকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আবার অনেককেই নিজ বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এমন প্রশ্ন অনেকের।

ইতোমধ্যে কাষ্টদহ গ্রাম থেকে আসা মনিরুদ্দীন নামের এক কৃষক চিকিৎসা নিতে আসলে তাকে চিকিৎসা না দিয়ে রেফার করেন। মুমূর্ষাবস্থায় তাকে অক্সিজেনও দেয়া হয়নি। ফলে তার মৃত্যু হয়। মনিরুদ্দীনের স্বজনরা জানান, বাড়িতে মনিরুদ্দীনের অবস্থার অবনতি হলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। কিন্তু ইুমার্জেন্সী বিভাগের ডাক্তার বাড়ি নিয়ে আসতে বলে। পরে আবার মেহেরপুর রেফার্ড করেন। এই সময়ে তাকে অক্সিজেনও দেয়া হয়নি বলে স্বজনদের অভিযোগ।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, আউটডোরের বেঞ্চে করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। স্বাস্থ্য বিধি মানা হচ্ছে না। কোনটা করোনা আক্রান্ত রোগি আর কোনটা জেনারেল রোগি তা দেখে বোঝার উপায় নেই। করোনা রোগীদের স্যাম্পুল নেয়ার জন্য আলাদা কোন স্থানও নির্ধারণ করা হয়নি।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, সব ধরণের ব্যবস্থা আইসোলেশন ইউনিটে রয়েছে। কোন সমস্যা নেই। কিন্তু কেন ওই রোগিকে অক্সিজেন দেয়া

হয়নি তা দেখা হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ। আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ কমিটির তত্ত্বাবধানে এসব উপকরণ প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদুল হাসান শাওনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, আরএমও এমকে রেজা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইপি আই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশীদ।
প্রদানকৃত উপকরণের মধ্যে রয়েছে, ফেস মাস্ক, সাবান, টুথপেস্ট, মশার কয়েল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

গাংনীর কাথুলীতে প্রধান মন্ত্রীর নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপহার নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ৯.০০ সময় কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে প্রধান মন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরন কার্যক্র্রম শুরু করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক। আরো উপস্থিত ছিলেন।
ট্যাগ অফিসার উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়নের ইউ পি সদস্য বৃন্দ সহ গ্রাম পুলিশ বাহিনী।

এ বিষয়ে ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান অসহায় ও দুস্থ মানুষের জন্য কোভিড ১৯ মোকাবেলা করে যেন সুস্থ ভাবে চলতে পারে সেই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জন নেত্রী শেখ হাসিনা উপহার হিসেবে নগদ অর্থ ও এই খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছেন, এবারে ৩০০ জনকে এই নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে আরো আসবে। আজকে ছিল নগদ অর্থ ৫০০ শত টাকা,১০ কেজি চাউল,১কেজি ডাউল,১কেজি লবন,১কেজি চিনি,১ প্যাকেট সেমাই, ১ টি সাবান,২ কেজি আলু, তেল ২ লিটার,১ প্যাকেট মাস্ক দেওয়া হলো। এবং কঠোর লক ডাউনে আপনারা ঘরে থাকুন নিজে ভালো থাকুন পরিবার কে ভালো রাখুন।আপনাদের খাদ্য ঘরে ঘরে পৌছে দিবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

মেহেরপুরে নতুন আরও ৬৭ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৬ জন, গাংনীতে ২৮ জন মুজিবনগর ৩ জন। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২০৯টি। তারমধ্যে ৬৭ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭১০ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৪৭ জন, গাংনীতে ৩৪৮ জন এবং মুজিবনগরে ১১৭ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৬৫ জন (মঙ্গলবার সকাল ৮ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ৩ জন)।

মৃতদের মধ্যে সদরে ২৩ জন, গাংনী ২৬ জন ও মুজিবনগরে ১৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মৃত চিকিৎসকের পদায়ন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে

মৃত্যুর প্রায় ১ বছর পরে ডা. এসএম নুরুদ্দীন আবু আল বাকী রুমির মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কোভিড ইউনিটের দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গত ৫ জুন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জাকিয়া পারভীন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাকে সহ ১৫ জন চিকিৎসককে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়েছে। কোভিড মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ৭ জুলাই-২১ এর মধ্যে তাঁরা যোগদান না করলে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হিসেবে গণ্য হবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডা: এসএম নুরুদ্দীন আবু আল বাকী রুমি গত বছরের ১৭ জুলাই কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে নিজেই করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কৃতি সন্তান।

মৃত চিকিৎসকের পদায়নে সমালোচনার ঝড় হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মহলে। প্রায় এক বছর আগে মৃত্যুবরণকারী একজন চিকিৎসক মন্ত্রণালয়ের খাতায় চাকরিতে কর্মরত। এটিকে কাণ্ডজ্ঞানহীন কান্ড বলে উল্লেখ করেছেন অনেকেই।

মেহেরপুরে করোনায় ৩ জনের মৃত্যু

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুরে মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া তিন জন হলেন গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের আমিরুর ইসলাম (৬০) একই উপজেলার শহড়াতলা এলাকার কিরু ইসলাম (৫০) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন (৫৫) মৃত্যবরণ করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সকলেই জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ইউনিটে ভর্তি হয়েছিলেন। মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।